দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক **(২ জানুয়ারি, ২০১৪)**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ৩০০ সংসদীয় আসনে সর্বমোট ১১০৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। মনোনয়নপত্র বাতিল ও প্রত্যাহারের পর ১৫৪টি আসনে একজন করে প্রার্থী থাকায়, তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণার অপেক্ষায় থাকলেও কুমিল্লা-৮ আসনের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী এ এস এম কামরুল উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রার্থীতা ফেরত পাওয়ায়, এখন কুমিল্লা-৮ আসনেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ১৫৪ জনের পরিবর্তে এখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন ১৫৩ জন প্রার্থী। নীলফামারী-১ আসনের জাতীয় পার্টির বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব জাফর ইকবাল সিদ্দিকী এবং চট্টগ্রাম-৩ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাহফুজুর রহমানও উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রার্থীতা ফেরত পেয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৩ আসন বাদ দিলে অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনে সর্বমোট ৩৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সে অনুযায়ী ৩০০ নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা ৫৪৩ জন।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়েছেন। 'সুজন'-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় উচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবেই প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বিষয়টি আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীসহ প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, ফৌজদারী মামলার বিবরণ, বাৎসরিক আয়, অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, ঋণ ও দায়-দেনা, আয়কর প্রদান ইত্যাদি তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরছি।

অতীতে সুজন-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোটারদের কাছে আমরা এ সকল তথ্য তুলে ধরেছি। তথ্য প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো ভোটারদের ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে পারেন। আসন্ন নির্বাচনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলেও, আমরা গণমাধ্যমের সহযোগিতায় সচেতন মহলসহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তথ্যসমূহ তুলে ধরছি। তবে, তথ্যসমূহের সঠিকতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। অনেকেই মনে করেন, অনেকের হলফনামায় অনেক তথ্য গোপন করা হয়েছে এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নে সকল প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য ১৪৭টি আসনে ৩৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও উচ্চ আদালত থেকে প্রার্থীতা ফেরত পাওয়া তিন জন প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া না যাওয়ায় ৩৮৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সর্বমোট ৫৪০ জনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	৪ (২.৬১%)	৪ (২.৬১%)	১৬ (১০.৪৫%)	৫৭ (৩৭.২৫%)	৬৯ (৪৫.০৯%)	১ (০.৬৫%)	১৫৩ জন	অস্পষ্ট- ২জন (১.৩০%)
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৪৬ (১১.৮৮%)	৩৯ (১০.০৭%)	৪৪ (১১.৩৬%)	১৪৫ (৩৭.৪৬%)	১১১ (২৮.৬৮%)	২ (০.৫২%)	৩৮৭ জন	
সর্বমোট	৫০ (৯.২৫%)	৪৩ (৭.৯৬%)	৬০ (১১.১১%)	২০২ (৩৭.৪০%)	১৮০ (৩৩.৩৩%)	৩ (০.৫৫%)	৫৪০ জন	

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৩৮২ জন বা ৭০.৭৪%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৮২.৩৫% (১২৬ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৬.১৪% (২৫৬ জন) ।
- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ১৭.২২% (৯৩ জন)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৫.২২% (৮ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১.৯৬% (৮৫ জন)।

- বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আইনসভার সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এসএসসি'র চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ৫০ জন (৯.২৫%) প্রার্থী রয়েছেন।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	৪ (২.৬১%)	৮১ (৫২.৯৪%)	৬ (৩.৯২%)	১৯ (১২.৪১%)	১ (০.৬৫%)	৩০ (১৯.৬০%)	৩ (১.৯৬%)	১৫৩ জন	অস্পষ্ট-৯ জন (৫.৮৮%)
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৩৬ (৯.৩০%)	২০১ (৫১.৯৪%)	২৪ (৬.২০%)	৪৪ (১১.৩৭%)	৪ (১.০৩%)	৬২ (১৬.০২%)	১৬ (৪.১৩%)	৩৮৭ জন	একাধিক পেশা-২৫ জন (৬.৪৬%)
সর্বমোট	৪০ (৭.৪১%)	২৮২ (৫২.২২%)	৩০ (৫.৫৬%)	৬৩ (১১.৬৭%)	০৫ (০.৯৩%)	৯২ (১৭.০৪%)	১৯ (৩.৫২%)	৫৪০ জন	একাধিক পেশা-২৫ জন (৪.৬২%)

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫২.২২% বা ২৮২ জন) ব্যবসা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৫২.৯৪% (৮১ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫১.৯৪% (২০১ জন)।
- কিছু কিছু প্রার্থী একাধিক পেশা থেকে আয় করলেও নির্দিষ্ট ঘরে একটি পেশার কথা উল্লেখ করেছেন। সর্বমোট ২৫ জন (৪.৬২%) প্রার্থী একাধিক পেশার কথা উল্লেখ করেছেন।
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী, সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্য হলেও, এ ধরনের অনেক প্রার্থীই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। বিষয়টি যাচাই পূর্বক নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	২২ (১৪.৩৭%)	৮১ (৫২.৯৪%)	৩ (১.৯৬%)	২২ (১৪.৩৭%)	১৩ (৮.৪৯%)	১ (০.৬৫%)	১৫৩ জন	
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৩৭ (৯.৫৬%)	১১৩ (২৯.২০%)	৯ (২.৩৩%)	২৫ (৬.৪৬%)	১৬ (৪.১৩%)	২ (০.৫২%)	৩৮৭ জন	
সর্বমোট	৫৯ (১০.৯২%)	১৯৪ (৩৫.৯২%)	১২ (২.২২%)	৪৭ (৮.৭০%)	২৯ (৫.৩৭%)	৩ (০.৫৫%)	৫৪০ জন	

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯ জনের (১০.৯২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১৯৪ জনের (৩৫.৯২%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৯ জন (৫.৩৭%)। বর্তমানে ৪৮১ জন (৮৯.০৭%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা নেই এবং অতীতে ৩৪৬ জন (৬৪.০৭%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল না।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২ জনের (১৪.৩৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ৮১ জনের (৫২.৯৪%) বিরুদ্ধে, অতীতে মামলা ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে অর্থাৎ উভয় সময়ে মামলা ছিল ও আছে, এমন প্রার্থীর

সংখ্যা ১৩ জন (৮.৪৯%)। মোট ১৩১ জন (৮৫.৬২%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭২ জন (৪৭.০৩%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৪০ জন (৯১.৫০%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমানের কোন সময়েই মামলা নেই বা ছিল না।

- ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনের (৯.৫৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১১৩ জনের (২৯.২০%) বিরুদ্ধে, অতীতে মামলা ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ জন (৪.১৩%)। ৩৫০ জন (৯০.৪৩%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২৭৪ জন (৭০.৮০%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা নেই বা ছিল না।
- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জনের (২.২২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা রয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৩ জন (১.৯৬%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন (২.৩৩%)। ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭ জনের (৮.৭০%) বিরুদ্ধে অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা ছিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ২২ জন (১৪.৩৭%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জন (৬.৪৬%)। ৫৪০ জন জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (০.৫৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে অর্থাৎ উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে বা ছিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ১ জন (০.৬৫%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (০.৫২%)। সকল প্রার্থীর মধ্যে ৫৩৭ জনের (৯৯.৪৪%) বিরুদ্ধে অতীত বা বর্তমানে ৩০২ ধারায় কোন মামলা ছিল না বা নেই।
- প্রার্থীদের বর্তমান মামলার চেয়ে অতীত মামলা বেশি। অধিকাংশ প্রার্থীই ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে পরিসংখ্যানটি এমন হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	২ (১.৩০%)	২১ (১৩.৭২%)	৫৯ (৩৮.৫৬%)	২৬ (১৬.৯৯%)	১৬ (১০.৪৫%)	২৮ (১৮.৩০%)	১	১৫৩ জন	
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৫৬ (১৪.৪৭%)	১১১ (২৮.৬৮%)	১১২ (২৮.৯৪%)	৩২ (৮.২৭%)	২০ (৫.১৭%)	৩২ (৮.২৭%)	২৪ (৬.২০%)	৩৮৭ জন	
সর্বমোট	৫৮ (১০.৭৪%)	১৩২ (২৪.৪৪%)	১৭১ (৩১.৬৭%)	৫৮ (১০.৭৪%)	৩৬ (৬.৬৭%)	৬০ (১১.১১%)	২৫ (৪.৬৩%)	৫৪০ জন	

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ৫৮ জন (১০.৭৪%) প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ১.৩০% (২ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪.৪৭% (৫৬ জন)।
- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৬০ জন (১১.১১%) প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ২৮ জন (১৮.৩০%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩২ জন (৮.২৭%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৩১.৬৭% (১৭১ জন) প্রার্থীর বাৎসরিক আয়সীমা ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান প্রার্থীদের অধিকাংশই আয়ের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে বেশি। উল্লেখ্য, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের অধিকাংশই ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	৪ (২.৬১%)	১০ (৬.৫৩%)	৭ (৪.৫৭%)	১২ (৭.৮৪%)	৬০ (৩৯.২১%)	৫৫ (৩৫.৯৪%)	৩ (১.৯৬%)	১৫৩ জন	অস্পষ্ট-২ (১.৩০%)
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৪৫ (১১.৬৩%)	৮৮ (২২.৭৪%)	২৯ (৭.৪৯%)	৫২ (১৩.৪৪%)	১১৪ (২৯.৪৬%)	৪৮ (১২.৪০%)	১১ (২.৮৪%)	৩৮৭ জন	
সর্বমোট	৪৯ (৯.০৭%)	৯৮ (১৮.১৫%)	৩৬ (৬.৬৭%)	৬৪ (১১.৮৫%)	১৭৪ (৩২.২২%)	১০৩ (১৯.০৭%)	১৪ (২.৫৯%)	৫৪০ জন	

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশরই (২৭৭ জন বা ৫১.২৯%) সম্পদ কোটি টাকার উপরে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৭৫.১৬% (১১৫ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১.৮৬% (১৬২ জন)।
- ৫৪০ জন জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ১০৩ জন (১৯.০৭%) প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ৫৫ জন (৩৫.৯৪%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৮ জন (১২.৪০%)।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান প্রার্থীদের সম্পদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। তাঁদের অধিকাংশরই ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাই কি এর অন্তর্নিহিত কারণ?
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	৮ (৫.২২%)	১১ (৭.১৮%)	১৪ (৯.১৫%)	১৮ (১১.৭৬%)	২২ (১৪.৩৭%)	১৬ (১০.৪৫%)	৮৯ জন (৫৮.১৬%)	১৫৩ জন	
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	২৮ (৭.২৪%)	২৮ (৭.২৪%)	১৮ (৪.৬৫%)	২১ (৫.৪৩%)	১৯ (৪.৯১%)	২৩ (৫.৯৪%)	১৩৭ জন (৩৫.৪০%)	৩৮৭ জন	
সর্বমোট	৩৬ (৬.৬৭%)	৩৯ (৭.২২%)	৩২ (৫.৯৩%)	৩৯ (৭.২২%)	৪১ (৭.৫৯%)	৩৯ (৭.২২%)	২২৬ জন (৪১.৮৫%)	৫৪০ জন	

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২৬ জন (৪১.৮৫%) ঋণ গ্রহীতা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৮৯ জন (৫৮.১৬%) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ১৩৭ জন (৩৫.৪০%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১৪ জনেরই (৫৮.১৪%) কোনো ঋণ নেই।
- ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষমতাসংশ্লিষ্টরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে (৫৮.১৬%)।
- ৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৩৯ জন (৭.২২%)।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	১০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা ১ থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	৭ (৪.৫৭%)	১৮ (১১.৭৬%)	১৯ (১২.৪১%)	২৮ (১৮.৩০%)	৮ (৫.২২%)	১৯ (১২.৪১%)	৯৯ জন (৬৪.৭০%)	১৫৩ জন	২৯ জন প্রার্থীর শুধু প্রত্যয়ন পাওয়া গিয়েছে
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৫২ (১৩.৪৪%)	৩৩ (৮.৫৩%)	১৬ (৪.১৩%)	২৯ (৭.৪৯%)	১৩ (৩.৩৬%)	২৯ (৭.৪৯%)	১৭২ জন (৪৪.৪৪%)	৩৮৭ জন	-ঐ- ৫৭ জন প্রার্থী
সর্বমোট	৫৯ (১০.৯৩%)	৫১ (৯.৪৪%)	৩৫ (৬.৪৮%)	৫৭ (১০.৫৬%)	২১ (৩.৮৯%)	৪৮ (৮.৮৯%)	২৭১ জন (৫০.১৮%)	৫৪০ জন	-ঐ- ৮৬ জন প্রার্থী

- ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৫০.১৮% (২৭১ জন)। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৬৪.৭০%(৯৯ জন) এবং ১৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৪.৪৪% (১৭২ জন)।
- ৮৬ জন প্রার্থীর আয়কর সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র পাওয়া গেলেও আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় এগুলো দেখানো সম্ভব হলো না।
- ১০ লক্ষ টাকা অধিক আয়কর প্রদানকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৪৮ জন (৮.৮৯%)।
- বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার জন্য অপেক্ষমান প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর প্রদানের হার বেশি।

আমরা অতীতের মত গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রার্থীদের তথ্যসমূহ বাংলাদেশের জনগণ তথা ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি। এবারের নির্বাচনে সকল প্রার্থীর যোগ্যতা দেখে বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে তুলনা করে ভোট প্রদানের সুযোগ কম হলেও কোন ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, উপস্থাপিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে অবগত হলে ভোটাররা তা বুঝতে পারবেন। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ ভোটাদের জ্ঞাতার্থে নির্বাচন কমিশনের প্রচার করার কথা। আমরা আশা করছি নির্বাচন কমিশন তা করবে। আমাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতে প্রার্থীদের তথ্যসমূহ প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজনের বিধান প্রবর্তন করা হবে। একই সঙ্গে ব্যানার-পোস্টার ছাপানো ও মিছিল-মিটিং থেকে প্রার্থীদের বিরত রাখার বিধান করা হলে নির্বাচনী ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব হবে। ফলে সৎ ও ভালোমানুষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org